আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা সীতা রাম (মৃত)

বনাম

আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা ভারত সিং (মৃত) এবং অন্যান্যরা

(২০১৬ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৮১৭৯)

সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১৯

[এ. এম. খানউইলকার এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিগন]

উত্তর প্রদেশ জমিদারি উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫০ – ধারা ১৬১, ১৬৬, ১৬৭ – আপিলকারীগণ – মূলত জোতদার (প্রয়াত) যাদের প্লট নম্বর ছিল ২৯০২, তারা ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর বিক্রয় কবলা মূলে ১০ ও ১১ নং বিপরীতবাদীর প্রয়াত পিতার কাছে সেটি বিক্রি করেছিলেন – ১ থেকে ৮ নং বিপরীতবাদীর পিতা/ঠাকুরদাদা ২৮৬৩ এবং ২৮৮৮ নং প্লটের জোতদার ছিলেন, তিনি ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চের বিনিময় কবলা মূলে তার প্লটগুলি ১০ ও ১১ নং বিপরীতবাদীর পিতার মালিকানাধীন ২৯০২ নং প্লটের সাথে বিনিময় করেছিলেন – ১ থেকে ৮ নং বিপরীতবাদীর পিতা/ঠাকুরদাদা ২৯০২ নং প্লটের জন্য তার নাম নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন করেছিলেন – আপিলকারীগণ ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর বিক্রয় কবলের বৈধতা নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন – একত্রীকরণ আধিকারিক রায় দেন যে ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারার অধীনে সহকারী কালেক্টরের অনুমতি ছাড়া বিনিময় অনুমোদিত নয়, যা এক্ষেত্রে নেওয়া হয়নি, সুতরাং ১ থেকে ৮ নং বিপরীতবাদীর পিতা/ঠাকুরদাদা একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ভূমিদার হিসাবে নথিভুক্ত হওয়ার অধিকারী নন – অবশেষে, হাইকোর্ট অন্যান্য বিষয়ের সাথে রায় দেয় যে বিনিময় কবল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে রাজ্য সরকারই তা বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারত, কিন্তু আপিলকারীদের দ্বারা এটিকে প্রশ্ন করা যায় না – আপিলে রায় দেওয়া হয়: ১৯৫০ সালের আইনের সংশোধনী-পূর্ববর্তী কাঠামো অনুসারে, ১৬৬ ধারার অধীনে উল্লিখিত অধ্যায়ের (যাতে ১৬১ ধারাও অন্তর্ভুক্ত) পরিপন্থী কোনও হস্তান্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে না, বরং বাতিলযোগ্য হবে – ফলস্বরূপ ১৬৭ ধারার অধীনে, অবৈধ হস্তান্তরের তারিখ থেকে ছয় বছরের মধ্যে গাঁও সভা বা ভূমিধারীকে মামলা দায়ের করতে হত – বর্তমান ক্ষেত্রে, বিনিময় কবলা ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চ তারিখে সম্পাদিত হয়েছিল – মামলা দায়েরের সময়সীমা ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে শেষ হয়েছিল – নির্বিবাদেভাবে, ১৬৭(১) ধারার অধীনে কল্পিত উচ্ছেদের জন্য গাঁও সভা বা কোনও ভূমিধারী কর্তৃক কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি – ১৯৫০ সালের আইনের সংশোধনী-পূর্ববর্তী কাঠামো অনুসারে, সহকারী কালেক্টরের অনুমতি না নেওয়ার পরিণতি কোনওভাবেই ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর তারিখে ১০ ও ১১ নং বিপরীতবাদীর পিতার অনুকূলে সম্পাদিত খাঁটি বিক্রয় কবলের অধীনে পক্ষগণের পারস্পরিক

অধিকার/স্বার্থ কেড়ে নিতে বা বাতিল করতে পারে না – উক্ত বিক্রয় কবলের সাথে পরবর্তীকালে শুরু হওয়া বিনিময় প্রক্রিয়ার কোনও সম্পর্ক নেই – ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চের বিনিময় কবলে ত্রুটির সুবিধা দাবি করার কোনও অধিকার আপিলকারীদের নেই – আপিলকৃত রায়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তগুলির হস্তক্ষেপে কোনও কারণ নেই – উত্তর প্রদেশ চকবন্দী আইন, ১৯৫৩ – ধারা ৯ক(২) – উত্তর প্রদেশ জমিদারি উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কার বিধি, ১৯৫২ – বিধি ৩৩৮ – উত্তর প্রদেশ ভূমি আইন (সংশোধনী) আইন, ১৯৮২।

ইউ. পি. ভূমি আইন (সংশোধনী) আইন, ১৯৮২-যখন প্রযোজ্য নয়- আলোচনা করা হয়েছে।

আপিল খারিজ করে আদালত

স্থির করে: ১.১. উত্তরপ্রদেশের জমিদারি বিলোপ ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫০-এর পূর্ব সংশোধনী (১৯৮২ সালের ২০ নং ইউ. পি. আইন, ৩ শতাংশ জুন, ১৯৮১) থেকে জানা যায় যে, ধারা ১৬১ সহ ১৬৬-এর অধীনে উল্লিখিত এই অধ্যায়ের লঙ্ঘন করে যে কোনও হস্তান্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অকার্যকর নয়, বরং বাতিলযোগ্য এবং তাই, ধারা ১৬৭-এর অধীনে কথিত অকার্যকর হস্তান্তরের ফলস্বরূপ, গাঁও সভা বা জমিধারীর দ্বারা একটি মামলা দায়ের করা প্রয়োজন ছিল, যা ইউ. পি-র বিধি ৩৩৮-এর সাথে সংযুক্ত তৃতীয় পরিশিষ্টে উল্লিখিত অবৈধ হস্তান্তরের তারিখ থেকে ছয় বছরের মধ্যে দায়ের করা হয়েছিল। জমিদারি বিলোপ ও ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ১৯৫২ কিন্তু ১৯৮২ সালের ২০ নং ইউ. পি. আইন ১৯৮১ সালের ৩রা জুন থেকে সংশোধিত হওয়ার পরে, আইনটি পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই আইন লঙ্ঘন করে করা প্রতিটি হস্তান্তর ১৬৬ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল হয়ে গেছে এবং বাতিল হস্তান্তরের ফলে, সমস্ত বাধা থেকে মুক্ত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বিষয় জমি রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং ১৬৭ ধারার উপ-ধারা (২), কালেক্টর/সক্ষম কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় বল প্রয়োগের মাধ্যমে দখল নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। তাৎক্ষণিক মামলায়, ধারা ১৬১ এর অধীনে প্রদত্ত সহকারী কালেক্টরের অনুমতি ছাড়াই ২রা মার্চ, ১৯৭৪ তারিখে বিনিময় দলিলটি নির্বিচারে সম্পাদিত হয়েছিল এবং এর ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৭ ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যার ফলে গাঁও সভা বা জমির মালিককে অবৈধ হস্তান্তরের তারিখ থেকে ছয় বছরের মধ্যে উচ্ছেদের মামলা দায়ের করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এই

হস্তান্তরের তারিখ ১৯৮২ সালের ৩রা জুন, ১৯৮১ তারিখে ইউ.পি. আইন নং ২০ সংশোধনের অনেক আগে ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। কমপক্ষে ইউ. পি. ভূমি আইন (সংশোধনী) আইন, ১৯৮২ দ্বারা ৩রা জুন, ১৯৮১ থেকে কার্যকর হওয়া সংশোধনীটির ক্ষেত্রে কোনও আবেদন নেই। [অনুচ্ছেদ ১৬-১৮] [৩৩৪-এফ-জি; ৩৩৫-এ-ডি]

১.২. ১৯৫০ সালের আইনের পূর্ব-সংশোধিত পরিকল্পনার অধীনে, সহকারী কালেক্টরের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারা অমান্য করার ফলস্বরূপ প্রকৃতপক্ষে আইনের প্রয়োজনীয়তা এবং লঙ্ঘনের প্রভাব ছিল এবং এর ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৬ এবং ১৬৭ ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে এর ফলস্বরূপ প্রভাব কোনওভাবেই, ২৪শে জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল দ্বারা ০.৩৪ দশমিক পরিমাপের প্লট -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়াত 'এন. ডি. সি'-র পক্ষে সম্পাদিত বিক্রয় দলিলের ক্ষেত্রে প্রদত্ত পক্ষগুলির অধিকার এবং স্বার্থ কেড়ে নেবে না বা বিচ্ছিন্ন করবে না। [অনুচ্ছেদ ২১] [৩৩৫-জি; ৩৩৬-এ-বি]

১.৩. ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলটি আসল ছিল এবং পক্ষগুলির দ্বারা যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং এটি পরবর্তী সময়ে শুরু হওয়া বিনিময় কার্যধারার সাথে সম্পর্কিত নয়। ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি প্রয়াত 'এন. ডি. সি'-র পক্ষে বিক্রয় দলিল নিবন্ধিত ও কার্যকর হওয়ার পরে, দখল সহ মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। এটা সত্য যে প্রয়াত 'এন. ডি. সি' ১৯৫৩ সালের আইনের অধীনে তাঁর ভূমিদারি অধিকার দাবি করার জন্য কার্যধারা শুরু করেননি, কিন্তু কোনওভাবেই ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল সম্পাদনের উপর ন্যস্ত তাঁর মালিকানা অধিকারকে বাতিল করবেন না এবং এর বিপরীতে কোনও নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতা নজরে আনা হয়নি, যদি থাকে, ১৯৫০ সালের আইনের অধীনে, আইনের আদেশের অধীনে বিবেচনা করা হয়েছিল কিন্তু ১৯৫০ সালের আইনের পূর্ব-সংশোধিত প্রকল্পের অধীনে, আইনের বিধানগুলির লঙ্ঘন করে বিনিময়ের প্রভাব এবং ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৬ এবং ১৬৭ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত হিসাবে পদক্ষেপটি বাতিলযোগ্য এবং বাতিল নয় এবং এটি বাতিল স্থানান্তরের পরিণতি বোঝায়, প্রথম উদাহরণস্বরূপ, এটি কেবল সিরদামির মধ্যে সীমাবদ্ধ বা ভীমদারের উপর প্রযোজ্য অধিকার দাবি করে না। একই সাথে, এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে

করা যেকোনো হস্তান্তর, যার মধ্যে ধারা ১৬১ এর অধীনে সহকারী কালেক্টরের অনুমতি অন্তর্ভুক্ত, কেবলমাত্র গাঁও সভা কর্তৃক মামলা দায়েরের মাধ্যমে অথবা ভূমি মালিক কর্তৃক মামলা দায়েরের মাধ্যমেই উচ্ছেদ সম্ভব হতে পারে, এবং আইনের ধারা ১৬৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে উচ্ছেদের ডিক্রি পাওয়ার পর, ধারা ১৬৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে উচ্ছেদ অনুমোদিত হবে এবং মামলা দায়েরের জন্য, বিধির ৩৩৮ বিধির সাথে সংযুক্ত পরিশিষ্ট ।।। এর অধীনে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্ছেদের মামলা অবৈধ হস্তান্তরের তারিখ থেকে ছয় বছরের মধ্যে দায়ের করা যেতে পারে। তাত্ক্ষণিক মামলায় বিনিময় দলিলটি ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চ পক্ষগুলির মধ্যে কার্যকর করা হয়েছিল এবং মামলা দায়ের করার জন্য সীমাবদ্ধতার মেয়াদ ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮২ সালের ইউ. পি আইন নং ২০ ১৯৮১ সালের ৩রা জুন থেকে সংশোধিত কার্যকর হওয়ার অনেক আগে। নিঃসন্দেহে, ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৭ (১) ধারার অধীনে পরিকল্পিত উচ্ছেদ করার জন্য গাঁও সভা বা কোনও জমিধারীর দ্বারা কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। তা ছাড়া, তর্কের খাতিরে ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চ সম্পাদিত বিনিময় দলিলটি বাতিল বলে বিবেচিত হলেও, ১৯৫০ সালের আইনের সংশোধিত বিধানগুলি বিবেচনা করে, এটি এখনও ২রা মার্চ, ১৯৭৪ তারিখের বিনিময় দলিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যা আইনের ১৬১ ধারার অধীনে পরিকল্পিত সহকারী কালেক্টরের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং সর্বোত্তমভাবে বিনিময় দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে পক্ষগুলির অধিকার কার্যকর করা যায়নি এবং এটি বিনিময়ের পক্ষগুলির (প্রয়াত 'কেআর' এবং প্রয়াত * এনডিসি ') মধ্যে একই সময়ে আন্তঃসম্পর্কিত থাকে, যতদূর পর্যন্ত মূল মেয়াদধারীদের দ্বারা একবার স্থানান্তরিত হওয়া বিষয় প্লট, যারা পুরো বিষয়টি (প্লট নং ২৯০২ এরিয়া ০.৩৪ দশমিক) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় (প্লট নং ২৯০২ এরিয়া ০.৩৪ দশমিক) দেরীতে' এনডিসি '-কে ২৪শে তারিখের একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে বৈধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, যা ১৯৭৩ সালের অধীনে বৈধ বা বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। পক্ষগুলির অধিকার, এবং উক্ত লেনদেনটি ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারা মেনে চলা সাপেক্ষে ছিল না এবং কমপক্ষে কোনও অধিকার দাবি করা যেত না) এবং তাদের আবেদনকারী তাঁর অভিযোগ যে প্রয়াত 'এন. ডি. সি' ১৯৫৩ সালের আইনের অধীনে তাঁর ভূমিদারি অধিকার দাবি করেননি, এটি বলার জন্য যথেষ্ট যে, আমাদের নজরে এমন কোনও বিপরীত

বিধান আনা হয়নি যে, যদি মালিক ১৯৫৩ সালের আইনের অধীনে ভূমিদারি অধিকার দাবি করার জন্য পদক্ষেপ না নেন, তাহলে তা আইনের নির্দেশ অনুসারে, যে পক্ষের পক্ষে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল সম্পাদিত হয়েছে, তাকে প্রদত্ত আইনি অধিকার কেড়ে নেবে বা হরণ করবে। [অনুচ্ছেদ ২২-২৪] [৩৩৬-সি-জি; ৩৩৭-এ-এইচ; ৩৩৮-এ]

১.৪. অন্ততপক্ষে সেইসব প্রয়াত মূল জোতদারগণ, যাদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা পুরো মামলা জুড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাদেরও ২রা মার্চ, ১৯৭৪ তারিখে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত বিনিময় দলিলের ত্রুটির সুবিধা দাবি করার কোনও অধিকার নেই। এই বিনিময়টি তাদের নিজ নিজ অধিকারভুক্ত প্লটের ধারকদের মধ্যে হয়েছিল। এছাড়াও, যদি ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারার অধীনে আবশ্যক সহকারী কালেক্টরের অনুমতি নেওয়ার মতো আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা না হয়ে থাকে, তবে তার পরিণতি প্রশ্নধীন সম্পত্তির উপর মূল জোতদারদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের অধিকার পুনরুদ্ধার বা ফিরিয়ে আনবে না। তাছাড়া, বর্তমান আপিলকারীরা ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর তারিখে প্রয়াত 'এনডিসি'-এর অনুকূলে সম্পাদিত রেজিস্টার্ড বিক্রয় কবলের বাতিলের জন্য কখনও কোনও আবেদন জানায়নি, যা অন্যথায় ১৯৫০ সালের আইনের বিধানের অধীনে পরীক্ষার বিষয় ছিল না। যেখানে পর্যন্ত বর্তমান আপিলকারীদের ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্টার্ড বিক্রয় কবলের মাধ্যমে প্রয়াত 'এনডিসি'-এর অনুকূলে হস্তান্তরিত অধিকার ও স্বার্থের বিষয়, তা কখনও পর্যালোচনার বিষয় ছিল না এবং এই আদালতে ১৯৫০ সালের আইন বা অন্য কোনও আইনের কোনও লঙ্ঘন/বিরোধিতা দেখানো হয়নি। একই সময়ে, ২রা মার্চ, ১৯৭৪ তারিখে সম্পাদিত বিনিময় দলিলের ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারার অধীনে বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা অমান্য করার বিষয়ে, পক্ষগণকে ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৬ ধারার সাথে ১৬৭ ধারায় বর্ণিত বাতিল লেনদেনের পরিণতি ভোগ করতে হবে, কিন্তু তাতে আপিলকারীদের তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারের এবং প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর অনুকূলে যথাযথ প্রতিদানের বিনিময়ে সম্পাদিত ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্টার্ড বিক্রয় কবলের বাতিল করার কোনও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না। হাইকোর্টের তার বিতর্কিত রায়ের সিদ্ধান্তগুলি অকাট্য এবং এতে হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজন নেই। [অনুচ্ছেদ ২৫-২৮] [৩৩৮-বি-জি; ৩৩৯-এ-বি]

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৬ সালের ৮১৭৯ নং দেওয়ানি আপিল।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ০৫.০৭.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, সি.এম.ডব্লিউ.পি. নং ১১৪৯৬/১৯৮৪। সাথে সিভিল আপিল নং ৮১৮১/২০১৬। টি. এন. সিং, বিকাশ কে. সিং, মিসেস. অরুণা মাথুর, অভণীশ অরপুথাম, মিসেস. অনুরাধা অরপুথাম, মিসেস. গীতাঞ্জলি, মেসার্স অরপুথাম অরুণা অ্যান্ড কোং, মিসেস. মোনা কে. রাজবংশী, অনুরাগ কাশ্যপ, অশ্বিনী কুমার, আইনজীবীবৃন্দ হাজির পক্ষদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

রাস্তোগী, বিচারপতি।

১. এই আপিলগুলি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ২০০৭ সালের ৫ই জুলাই তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে, যেখানে উত্তর প্রদেশ জমিদারি উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫০ (এরপর '১৯৫০ সালের আইন' রূপে উল্লিখিত)-এর অধীনে শুরু হওয়া মামলাকারী পক্ষগণের পারস্পরিক অধিকার, যা ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চের রেজিস্টার্ড বিনিময় দলিল থেকে উদ্‌ভূত, তা বাতিল করা হয়েছে।

২. মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা, যা নথি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, তা হলো শ্রীমতী চান্দো এবং সীতা রাম (প্রয়াত), যারা উত্তর প্রদেশের মথুরা বাঙ্গার গ্রামের, মথুরা তহসিল ও জেলার ০.৩৪ ডেসিমেল পরিমাপের ২৯০২ নং প্লটের জোতদার ছিলেন, তারা প্রতিদানের বিনিময়ে বিষয় প্লটটি ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্টার্ড বিক্রয় কবলামূলে প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর (বিবাদী নং ১০ ও ১১-এর পিতা) কাছে বিক্রি করেছিলেন। প্রয়াত কেশো রাম (বিবাদী নং ১ থেকে ৮-এর পিতা/ঠাকুরদাদা), যিনি ২৮৬৩ এবং ২৮৮৮ নং প্লটের জোতদার ছিলেন, সম্মতিক্রমে ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চের রেজিস্টার্ড বিনিময় দলিলের মাধ্যমে তার প্লটগুলি প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর মালিকানাধীন ২৯০২ নং প্লটের সাথে বিনিময় করেছিলেন। বিনিময় দলিলের ফলস্বরূপ, ০.৩৪ ডেসিমেল পরিমাপের ২৯০২ নং প্লট প্রয়াত কেশো রামের অনুকূলে এবং ২৮৬৩ ও ২৮৮৮ নং প্লট প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর অনুকূলে হস্তান্তরিত হয়েছিল।

৩. গ্রামে রাজস্ব রেকর্ড সংশোধনের জন্য সহকারী একত্রীকরণ আধিকারিক (এস.সি.ও.) কর্তৃক ক্ষেত্র পরিদর্শনের (চকবন্দী) সময় প্রয়াত কেশো রাম (বিবাদী নং ১ থেকে ৮-এর পিতা/ঠাকুরদাদা) উত্তর প্রদেশ চকবন্দী আইন, ১৯৫৩ (এরপর '১৯৫৩ সালের আইন' রূপে উল্লিখিত)-এর ৯এ(২) ধারার

অধীনে আবেদন দাখিল করেছিলেন এবং প্রার্থনা করেছিলেন যে ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চের তারিখে তার এবং প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর মধ্যে সম্পাদিত বিনিময় দলিলের ভিত্তিতে ২৯০২ নং প্লটে তার নাম নথিভুক্ত করা হোক।

৪. এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরী, যিনি তার ২৯০২ নং প্লট প্রয়াত কেশো রামের কাছ থেকে ২৮৬৩ এবং ২৮৮৮ নং প্লটের সাথে বিনিময় করেছিলেন, তিনিও একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় আবেদন দাখিল করেছিলেন এবং প্রয়াত কেশো রামের মামলা সমর্থন করেছিলেন, যিনি রাজস্ব রেকর্ডে তার নামে নাম পরিবর্তনের জন্য কার্যধারায় আবেদনকারী ছিলেন।

৫. এই পর্যায়ে শ্রীমতী চান্দো এবং সীতা রাম, যারা ২৯০২ নং প্লটের মূল জোতদার ছিলেন এবং ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্টার্ড বিক্রয় কবলামূলে প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর কাছে এটি বিক্রি করেছিলেন, তারা ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্টার্ড বিক্রয় কবলের বৈধতা নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। একত্রীকরণ আধিকারিক, নথিবদ্ধ তথ্যাদির মূল্যায়ন করে রায় দেন যে শ্রীমতী চান্দো এবং সীতা রাম কর্তৃক ২৯০২ নং প্লটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর অনুকূলে সম্পাদিত ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর বিক্রয় কবলাটি খাঁটি এবং বৈধ ছিল এবং এটি শ্রীমতী চান্দো এবং সীতা রাম উভয়েই যৌথভাবে সম্পাদন করেছিলেন এবং প্লটগুলির বিনিময়ের ক্ষেত্রে, একত্রীকরণ আধিকারিক রায় দেন যে ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারার অধীনে সহকারী কালেক্টরের অনুমতি ছাড়া বিনিময় অনুমোদিত ছিল না, যা বর্তমান ক্ষেত্রে পক্ষগণ কর্তৃক নেওয়া হয়নি। পূর্বশর্ত স্বরূপ অনুমতি না থাকায়, তিনি একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ভূমিদার হিসাবে নথিভুক্ত হওয়ার অধিকারী নন। যখন বিষয়টি ১৯৫৩ সালের আইনের ১১ ধারার অধীনে আপিলে যায়, তখন দেখা যায় যে সাক্ষ্যপ্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্টার্ড বিক্রয় কবলাটি প্রমাণিত হয়নি এবং আরও রায় দেওয়া হয় যে ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চের বিনিময় কবলাটি ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারার অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি না থাকার কারণে বাতিল ছিল এবং ফলস্বরূপ ১৯৮২ সালের ১৮ই জানুয়ারী আপিল খারিজ হয়ে যায়।

৬. বিষয়টি পরবর্তীতে প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরী এবং প্রয়াত কেশো রামের উদ্যোগে দাখিল করা ১৯৫৩ সালের আইনের ৪৮ ধারার অধীনে রাজ্য সরকারের সংশোধনী এখতিয়ারের অধীনে যায়, উপ-পরিচালক, একত্রীকরণ, মথুরায়, উভয় সংশোধনী আবেদন খারিজ হয়ে যায় যদিও কর্তৃপক্ষ বিক্রয় কবলের বৈধতা সম্পর্কে কোনও নষ্কির্ষ নথিভুক্ত করেননি, তবে আদেশ থেকে জানা যায় যে কর্তৃপক্ষ এই ধারণার উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হয়েছিলেন যে ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্টার্ড বিক্রয় কবলাটি খাঁটি এবং বৈধ ছিল।

৭. ১৯৮৪ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পুনর্বিবেচনা কর্তৃপক্ষের আদেশটি প্রয়াত কেশো রাম কর্তৃক ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি লেখ্য আদেশের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং নথিবদ্ধ আরজিগুলির উপর মনোযোগ দিয়ে, হাইকোর্ট বিতর্কিত রায়ে ২০০৭ সালের ৫ই জুলাই তারিখে পর্যবেক্ষণ করেছিল যে ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চের বিনিময় দলিলটি ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৬ ধারার সাথে ১৬৭ ধারার পরিপন্থী ছিল এবং সহকারী কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীত যেকোনো বিনিময় ১৬৬ ধারার অধীনে বাতিল ছিল। একই সময়ে আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে যদি রেজিস্টার্ড বিনিময় দলিল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে রাজ্য সরকার বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারত, কিন্তু মূল জোতদার শ্রীমতী চান্দো এবং সীতা রাম, যাদের এখন তাদের ২৯০২ নং প্লটের আইনি উত্তরাধিকারীরা প্রতিনিধিত্ব করছেন, যারা ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী একটি রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর কাছে তাদের সম্মতিতে বিক্রি করেছিলেন, যা আমাদের সামনে আপিলে চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল না, তাদের পক্ষ থেকে এটিকে প্রশ্ন করা যায় না।

৮. যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা হয়েছে তা হল, যদি ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চের রেজিস্টার্ড বিনিময় দলিলটি ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারার অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে সম্পাদিত হয়ে থাকে, তবে তার আইনি পরিণতি কী হবে।

৯. আপিলকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেন যে হাইকোর্ট ভারতের সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে তার তত্ত্বাবধানমূলক এখতিয়ারে একত্রীকরণ কর্তৃপক্ষের দেওয়া সমবর্তী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর নাম ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে রাজস্ব নথিতে নথিভুক্ত করা হয়নি এবং একত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময়, তিনি ১৯৫৩ সালের আইনের ৯ক ধারার অধীনে কোনও দাবি পেশ করেননি বা কোনও আপত্তি দাখিল করেননি। একই সময়ে, ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চের বিনিময় দলিলটি ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারার অধীনে নির্ধারিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (সহকারী কালেক্টর) অনুমতি না নিয়ে সম্পাদিত হয়েছিল এবং এই ধরনের বিনিময় বাতিল হওয়ায়, প্রয়াত কেশো রাম প্রশ্নধীন প্লটের উপর নাম পরিবর্তনের জন্য কোনও অধিকার দাবি করতে পারেন না এবং ফলস্বরূপ আপিলকারীরা ২৯০২ নং বিষয় প্লটের উপর অধিকার রাখেন, এমনকি যদি এটি শ্রীমতী চান্দো এবং সীতা রাম (স্বার্থের পূর্বসূরী) ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে যৌথভাবে বিক্রি করে থাকেন।

১০. বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেন যে হাইকোর্ট ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৬ ধারার সাথে ১৬৭ ধারা পাঠ করে তার আইনি তাৎপর্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আইনত একবার কোনো পদক্ষেপ বাতিল বলে গণ্য হলে, তারা ২৯০২ নং প্লটের উপর তাদের অধিকার ও দখল বজায় রাখতে অধিকারী।

১১. বিপরীতক্রমে, বিবাদীদের বিজ্ঞ আইনজীবী হাইকোর্টের দেওয়া রায়কে সমর্থন করে আরও দাখিল করেন যে একবার আপিলকারীগণ (স্বার্থের পূর্বসূরী) কর্তৃক ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে ০.৩৪ ডেসিমেল পরিমাপের ২৯০২ নং প্লট প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর কাছে যৌথভাবে বিক্রি করা হলে, তারা বিতর্কিত প্লটের উপর তাদের অধিকার ও স্বার্থ হারিয়েছেন এবং প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরী কর্তৃক কোনো ত্রুটি সংঘটিত হলেও, তা বর্তমান আপিলকারীদের বিতর্কিত প্লটের উপর তাদের দাবি জানানোর ক্ষেত্রে কোনো সমর্থন যোগাবে না এবং আরও দাখিল করেন যে সহকারী কালেক্টরের অনুমতি নেওয়া না হলেও, ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত বিনিময় দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তির হস্তান্তরের ফলে পক্ষগণের উপর অর্পিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে না এবং ১৯৫০ সালের আইনের নিয়ম অনুসারে, ১৯৮১ সালের ৩রা জুনের আগেকার হস্তান্তরগুলি বাতিল নয় বরং গ্রাম সভা বা ভূমিধারকের বিকল্পে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে বাতিলযোগ্য। নিঃসন্দেহে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাম সভা বা ভূমিধারক কেউই কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। প্রদত্ত ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট বিতর্কিত রায়ে এমন কোনো ভুল করেনি যার জন্য হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে।

১২. আমরা পক্ষগণের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং তাদের সহায়তায় রেকর্ডে থাকা নথিগুলি মনোযোগ সহকারে পড়েছি।

১৩. প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরী (বিবাদী নং ১০ এবং ১১ এর পিতা) এবং প্রয়াত কেশো রামের (বিবাদী নং ১ থেকে ৮ এর পিতা/ঠাকুরদাদা) মধ্যে বিনিময় দলিলটি ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছিল। ১৯৮১ সালের ৩রা জুন তারিখে সংশোধনের আগে বিদ্যমান ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১, ১৬৬ এবং ১৬৭ ধারা নিচে দেওয়া হলো:-

> **"ধারা ১৬১ বিনিময়**। [(১) কোনো ভূমিধর বা সীর্দার বিনিময় করিতে পারিবেন:-
>
> (ক) অন্য কোনো ভূমিধর বা সীর্দারের সহিত তাহার দখলী জমি, অথবা
>
> (খ) কোনো গ্রাম সভা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত, ধারা ১১৭ এর অধীনে ন্যস্ত জমি [* * *]

তবে শর্ত থাকে যে, সহকারী কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীত কোনো বিনিময় করা যাইবে না এবং যদি বংশানুক্রমিক হারে বিনিময়কৃত জমির খাজনার মূল্য এবং বিনিময়প্রাপ্ত জমির খাজনার মূল্যের পার্থক্য সর্বনিম্ন খাজনার মূল্যের ১০ শতাংশের বেশি হয়, তবে তিনি অনুমতি প্রত্যাখ্যান করিবেন।

(১-ক) যেখানে সহকারী কালেক্টর বিনিময়ের অনুমতি দেন, সেখানে তিনি প্রাসঙ্গিক বার্ষিক রেজিস্টারগুলি সেই অনুযায়ী সংশোধন করার আদেশও দিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে বিনিময় সম্পন্ন হওয়ার পর, বিনিময়কৃত জমিতে তাদের সেই একই অধিকার থাকিবে যা তাদের বিনিময়কৃত জমিতে ছিল।

"ধারা ১৬৬। এই অধ্যায়ের পরিপন্থী হস্তান্তর বাতিল হইবে। এই অধ্যায়ের বিধানের পরিপন্থী কোনো হস্তান্তর, কোনো সীর্দার বা আসামীর দ্বারা বা তাহাদের পক্ষে করা হইলে বাতিল হইবে।"

১৯৭৫ সালের উত্তরপ্রদেশ ৩০ নং আইন দ্বারা "এই অধ্যায়ের পরিপন্থী" শব্দগুলির পরিবর্তে "এই আইনের বিধানের পরিপন্থী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত করা হইয়াছে।

"ধারা ১৬৭। বাতিল হস্তান্তরের পরিণতি। [(১) যেখানে কোনো সীর্দার বা আসামী এই আইনের বিধানের পরিপন্থী কোনো হস্তান্তর করিয়াছেন, সেখানে হস্তান্তরগ্রহীতা এবং যে কোনো ব্যক্তি যিনি এইভাবে সমগ্র বা আংশিক জোতের দখল পাইয়াছেন, [ক্ষেত্র অনুসারে গ্রাম সভা বা ভূমিধারকের] মামলায় উচ্ছেদের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে উচ্ছেদের ডিক্রি আদালতের বিচারাধীন মামলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে সীর্দার বা আসামীকে সমগ্র বা আংশিক জোত থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ দিতে পারে।]"

১৪. এই প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশ জমিদারি উচ্ছেদ ও ভূমি সংস্কার বিধি, ১৯৫২ (যা অতঃপর "১৯৫২ সালের বিধি" নামে অভিহিত) এর ৩৩৮ নং বিধিটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হতে পারে:-

"৩৩৮। পরিশিষ্ট ।।।-এ উল্লিখিত মামলা, আবেদন এবং অন্যান্য কার্য্যবাহী তাহাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাক্রমে দাখিল করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট ।।।
(নিয়ম ৩৩৮)

ক্রমিক নং	আইনের ধারা	মামলার বর্ণনা, আবেদন এবং অন্যান্য কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা	সময়কাল	যে সময় থেকে মেয়াদ শুরু হবে	যথাযথ আদালত ফি
১৯.	১৬৩	ভূমিধর উচ্ছেদের মামলা।	ছয় বছর।	অবৈধ হস্তান্তরের তারিখ থেকে।	কোর্ট ফিস অ্যাক্ট, ১৮৭০ অনুযায়ী, বছরের রাজস্বের ওপর।
২০.	১৬৭	সিরধর বা আসামী উচ্ছেদের মামলা।	ঐ	ঐ	ঐ

প্রতিস্থাপিত ২০৫৬/আই-এ-৪৬৩-১৯৫২ তারিখ ১১ "এপ্রিল, ১৯৬৯"

১৫. উন্নততর মূল্যায়ন ও পরিকাঠামোর জন্য ১৯৮২ সালের ২০ নং ইউ. পি আইন (৩ শতাংশ জুন, ১৯৮১ থেকে) দ্বারা সংশোধিত ১৬১,১৬৬ ও ডি ১৬৭ ধারার উল্লেখ করা উপযুক্ত হবেঃ -

ধারা ১৬১ বিনিময়। [(১) একটি ভূমিধর [* * *] এর সাথে বিনিময় করতে পারে

(ক) তাঁর দখলে থাকা অন্য কোন ভূমিধর (* * *) জমি, অথবা

(খ) যে কোনও গাঁও সভা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সেকশন ১১৭ [* * *] এর অধীনে তাত্ক্ষণিকভাবে তার উপর ন্যস্ত হয়েছেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একজন সহকারী কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীত কোনও বিনিময় করা হবে না, যিনি অনুমতি প্রত্যাখ্যান করবেন যদি বিনিময়ে দেওয়া জমির ভাড়া মূল্য এবং বংশগত হারে গণনা করা জমির বিনিময়ে প্রাপ্ত জমির মধ্যে পার্থক্য নিম্ন ভাড়া মূল্যের ১০ শতাংশের বেশি হয়।

(১-এ) সহকারী কালেক্টর যেখানে বিনিময়ের অনুমতি দেবেন, সেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট বার্ষিক রেজিস্টারগুলিও সেই অনুযায়ী সংশোধন করার নির্দেশ দেবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী বিনিময় করলে বিনিময়ে প্রাপ্ত জমিতে তাঁদের সেই একই অধিকার থাকবে, যা বিনিময়ে দেওয়া জমিতে তাঁদের ছিল।

ধারা ১৬৬। এই অধ্যায় লঙঘন করে করা স্থানান্তর বাতিলঃ-এই আইনের বিধান লঙঘন করে করা প্রতিটি স্থানান্তর বাতিল হবে।

ধারা ১৬৭। বাতিল হস্তান্তরের ফলাফল। (১) ধারা ১৬৬-এর অধীনে বাতিল হওয়া প্রতিটি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ফলাফলগুলো কার্যকর হবে, যথা–

(ক) হস্তান্তরের বিষয়, হস্তান্তরের তারিখ থেকে কার্যকরভাবে, সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত বলে মনে করা হবে;

(খ) হস্তান্তরের তারিখে জমিতে বিদ্যমান গাছ, ফসল এবং কূপগুলি, উক্ত তারিখ থেকে কার্যকরভাবে, সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্ত রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত বলে মনে করা হবে;

(গ) হস্তান্তরকারী হস্তান্তরের তারিখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বা সেই জমিতে বিদ্যমান কোনও স্থাবর সম্পত্তির উপকরণ সরিয়ে নিতে পারবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোনও জমি বা অন্যান্য সম্পত্তি রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকলে, কালেক্টরের পক্ষে সেই জমি বা অন্যান্য সম্পত্তির দখল নেওয়া এবং সেই জমি বা সম্পত্তি দখলে থাকা কোনও ব্যক্তিকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেওয়া বৈধ হবে।

১৬। প্রাক-সংশোধনী (১৯৮১ সালের ৩রা জুন থেকে কার্যকর উত্তরপ্রদেশ ২০ নং আইন, ১৯৮২) ১৯৫০ সালের আইনের নিয়ম থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, ১৬৬ ধারার অধীনে উল্লিখিত এই অধ্যায়ের পরিপন্থী যেকোনো হস্তান্তর, যার মধ্যে ১৬১ ধারাও অন্তর্ভুক্ত, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল ছিল না বরং বাতিলযোগ্য ছিল। সেই কারণে, ১৬৭ ধারার অধীনে কথিত বাতিল হস্তান্তরের ফলস্বরূপ, গ্রাম সভা বা ভূমিধারককে, ক্ষেত্র অনুযায়ী, ১৯৫২ সালের বিধির ৩৩৮ নং বিধির সাথে সংযোজিত পরিশিষ্ট ।।।-এ উল্লিখিত অবৈধ হস্তান্তরের তারিখ থেকে ছয় বছরের মধ্যে একটি মামলা দায়ের করতে হত। কিন্তু ১৯৮১ সালের ৩রা জুন থেকে কার্যকর উত্তরপ্রদেশ ২০ নং আইন, ১৯৮২ দ্বারা সংশোধিত হওয়ার পর, আইনের পরিবর্তন হয়েছে এবং ১৬৬ ধারার অধীনে এই আইনের পরিপন্থী প্রতিটি হস্তান্তর বাতিল হয়ে

গেছে এবং বাতিল হস্তান্তরের ফলস্বরূপ, বিতর্কিত জমি আইনের আওতায় সমস্ত দায়মুক্ত হয়ে রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং ১৬৭ ধারার উপ-ধারা (২) কালেক্টর/সক্ষম কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দখল নেওয়ার অধিকার দেয়।

১৭. তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চ ১৬১ ধারার অধীনে সহকারী কালেক্টরের অনুমতি ছাড়াই বিনিময় দলিলটি কার্যকর করা হয়েছিল এবং এর ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৭ ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যা গাঁও সভা বা জমি ধারককে অভিযুক্ত অবৈধ হস্তান্তরের তারিখ থেকে ছয় বছরের মধ্যে উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করার ক্ষমতা প্রদান করে, যা তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে ইউ. পি আইনের অনেক আগে মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮২ সালের ২০ নং আইনটি ১৯৮১ সালের ৩ শতাংশ জুন সংশোধন করা হয়েছিল।

১৮. আইনের পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার পর, এটা স্পষ্ট যে, ১৯৮১ সালের ৩রা জুন থেকে কার্যকর হওয়া ইউ. পি. ভূমি আইন (সংশোধনী) আইন, ১৯৮২ দ্বারা যে সংশোধনী করা হয়েছে, তাতে এই মামলার কোনও আবেদন নেই।

১৯. প্রথমবার কার্যধারা শুরু হয় যখন প্রয়াত কেশো রাম আইন, ১৯৫৩-এর ৯ক (২) ধারার অধীনে ১৯৭৮ সালে তাঁর নামে পরিবর্তন আনার জন্য আবেদন করেন এবং প্রয়াত এন. ডি. চৌধুরীও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন এবং প্রয়াত কেশো রামের দাবির সমর্থনে আবেদন করেন।

২০. রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, একীকরণ আধিকারিক ভূমিদারি অধিকার চাওয়ার জন্য প্রয়াত কেশো রামের দাবি এই ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারার অধীনে বাধ্যতামূলক হিসাবে বিনিময় দলিল কার্যকর করার আগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি এবং এর অনুপস্থিতিতে, তাঁর পক্ষে ভূমিদারি অধিকার দাবি করে কোনও কার্যধারা নেওয়া যায়নি। যদিও নিষ্পত্তি আধিকারিক ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তবে এটি এই ধরনের অনুসন্ধান নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি সত্যিকারের প্রকাশ্য ত্রুটি বলে মনে হয়।

২১. আরও স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, ১৯৫০ সালের আইনের পূর্ব-সংশোধিত পরিকল্পনার অধীনে, সহকারী কালেক্টরের কাছ থেকে অনুমতি চাওয়া আইনের ১৬১ ধারা মেনে না চলার পরিণতি প্রকৃতপক্ষে আইনের প্রয়োজন ছিল এবং লঙ্ঘনের

প্রভাব এবং এর পরিণতি ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৬ এবং ১৬৭ ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত, তবে এর পরিণতি, কোনওভাবেই, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৩ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল দ্বারা ০.৩৪ দশমিক পরিমাপের প্লট নং ২৯০২-এর ক্ষেত্রে প্রয়াত শ্রীমতী চান্দো এবং সীতা রাম কর্তৃক প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর পক্ষে সম্পাদিত বিক্রয় দলিলের ক্ষেত্রে প্রদত্ত পক্ষগুলির অধিকার এবং স্বার্থ কেড়ে নেবে না বা বঞ্চিত করবে না।

২২. এটা সত্য যে এক পর্যায়ে, প্রয়াত শ্রীমতি চান্দো এবং সীতা রাম যৌথভাবে ১৯৫৩ সালের আইনের ৯ক(১) ধারার অধীনে শুরু হওয়া একত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিলের পরিপ্রেক্ষিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিলটি খাঁটি ছিল এবং পক্ষগণ কর্তৃক যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে শুরু হওয়া বিনিময় প্রক্রিয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে শ্রীমতি চান্দো এবং সীতা রামের অভিযোগের ক্ষেত্রে, ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর অনুকূলে বিক্রয় দলিলটি রেজিস্ট্রি ও সম্পাদিত হওয়ার পর, দখলের সাথে মালিকানার অধিকার হস্তান্তরিত হয়। এটা সত্য যে প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরী ১৯৫৩ সালের আইনের অধীনে তার ভূমিধরী অধিকার দাবি করার জন্য কোনো প্রক্রিয়া শুরু করেননি, কিন্তু তা কোনোভাবেই ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীর রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিলের সম্পাদনের মাধ্যমে অর্পিত তার মালিকানার অধিকারকে বাতিল করবে না এবং ১৯৫০ সালের আইনের অধীনে এর বিপরীত কোনো নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ আমাদের নজরে আনা হয়নি।

২৩. পরবর্তী পর্যায়ে, প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরী (বিবাদী নং ১০ এবং ১১ এর পিতা) এবং প্রয়াত কেশো রাম (বিবাদী নং ১ থেকে ৮ এর পিতা/ঠাকুরদাদা), যিনি ২৬৮৩ এবং ২৮৮৮ নং প্লটের স্বত্বাধিকারী ছিলেন, ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত বিনিময় দলিলের মাধ্যমে তাদের প্লট বিনিময় করেছিলেন, যা নিঃসন্দেহে ১৯৫০ সালের প্রাক-সংশোধিত আইনের ১৬১ ধারার পরিপন্থী ছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে সহকারী কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীত কোনো বিনিময় করা যাবে না। নিঃসন্দেহে, আইনের ম্যান্ডেটের অধীনে যেমনটি ভাবা হয়েছিল তেমন কোনো অনুমতি চাওয়া হয়নি, কিন্তু ১৯৫০ সালের আইনের প্রাক-সংশোধিত নিয়মের অধীনে, আইনের বিধানের পরিপন্থী বিনিময়ের প্রভাব এবং ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৬ এবং ১৬৭ ধারার অধীনে এর পরিণতি এটিকে বাতিলযোগ্য করে তোলে, বাতিল নয়। এবং এর ফলস্বরূপ বাতিল হস্তান্তর প্রাথমিকভাবে কেবল সীর্দার বা আসামীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য,

যারা ভূমিধরের অধিকার দাবি করছেন তাদের উপর নয়। একই সঙ্গে, ১৬১ ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় সহকারী কালেক্টরের অনুমতি সহ এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে যে কোনও স্থানান্তর, কেবলমাত্র গাঁও সভা বা ক্ষেত্রমত জমির মালিকের দ্বারা মামলা দায়ের করার পরে এবং আইনের ১৬৭ ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীনে উচ্ছেদের ডিক্রি পাওয়ার পরে, ১৬৭ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে উচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এবং মামলা দায়ের করার জন্য, বিধি, ১৯৫২-এর বিধি ৩৩৮-এর সাথে সংযুক্ত পরিশিষ্ট এম. এল-এর অধীনে সীমাবদ্ধতা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে অবৈধ হস্তান্তরের তারিখ থেকে ছয় বছরের মধ্যে উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করা যেতে পারে।

২৪. তাৎক্ষণিক মামলার বিনিময় দলিলটি ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চ পক্ষগুলির মধ্যে কার্যকর করা হয়েছিল এবং মামলা দায়েরের সীমাবদ্ধতার মেয়াদ ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে, ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৭ (১) ধারার অধীনে পরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদ করার জন্য গাঁও সভা বা কোনও জমিধারীর দ্বারা কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। তা ছাড়া, যুক্তির খাতিরে, ১৯৭৪ সালের ২ মার্চ সম্পাদিত বিনিময় দলিলটি বাতিল বলে বিবেচিত হলেও, ১৯৫০ সালের আইনের সংশোধিত বিধানগুলি বিবেচনা করে, এটি এখনও ২রা মার্চ, ১৯৭৪ "তারিখের বিনিময় দলিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যা আইনের ১৬১ ধারার অধীনে পরিকল্পিত সহকারী কালেক্টরের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং সর্বোপরি বিনিময় দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে পক্ষগুলির অধিকার কার্যকর করা যায়নি এবং এটি একই সময়ে বিনিময়ের পক্ষগুলির (প্রয়াত কেশো রাম এবং প্রয়াত এন. ডি. চৌধুরী) মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত থাকে, যতদূর পর্যন্ত যে বিষয় প্লটটি একবার মূল মেয়াদধারীদের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়েছিল, যথা, শ্রীমতী চান্দো এবং সীতা রাম, যারা পুরো বিষয়টি নিয়ে লড়াই করছেন (প্লট নং ২৯০২ এলাকা ০.৩৪ দশমিক)। চৌধুরী ২৪ জানুয়ারী, ১৯৭৩ তারিখের একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল দ্বারা, যা খাঁটি এবং বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে, কোনও আইনি প্রতিবন্ধকতার অধীনে থাকবে না বা পক্ষগুলির অধিকারের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না, এবং উক্ত লেনদেনটি ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারা মেনে চলার সাপেক্ষে ছিল না এবং প্লট নং ২৯০২ এর উপর কমপক্ষে কোনও ধরণের অধিকার মূল মেয়াদধারীরা (এখানে আপিলকারীরা) দাবি করতে পারে না এবং তাদের অভিযোগ যে প্রয়াত এন. ডি. চৌধুরী ১৯৫৩ সালের আইনের অধীনে তাঁর ভূমিদারি অধিকার দাবি করেননি, শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, বিপরীতে এমন কোনও বিধান আমাদের নজরে আনা হয়নি যে, যদি মালিক ১৯৫৩ সালের আইনের

অধীনে ভূমিদারি অধিকার দাবি করার জন্য পদক্ষেপ না নেন, তাহলে সেই পক্ষকে প্রদত্ত আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে বা হরণ করা হবে যার পক্ষে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল আইনের নির্দেশে সম্পাদিত হয়েছে।

২৫. আমরা মনে করি যে, অন্ততপক্ষে প্রয়াত শ্রীমতী চান্দো এবং সীতা রাম, যাঁদের আইনি প্রতিনিধিরা পুরো সময় ধরে মামলাটি লড়ছেন, তাঁরা ১৯৭৪ সালের ২রা মার্চ তারিখের বিনিময় দলিলের ত্রুটির সুবিধা দাবি করার কোনও অধিকার রাখেন না, যা বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে কার্যকর করা হয়েছে, যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ জমির ধারক এবং আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক পদ্ধতি, ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারার অধীনে সহকারী কালেক্টরের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুসরণ না করা হলে, এর পরিণতি প্রয়াত শ্রীমতী চান্দো এবং সীতা রামের (মূল মেয়াদধারী) আইনি উত্তরাধিকারীদের বিতর্কিত বিষয় সম্পত্তির উপর অধিকার পুনরুজ্জীবিত/পুনরুদ্ধার করবে না। তা ছাড়া, বর্তমান আপিলকারীরা ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি প্রয়াত এন. ডি. চৌধুরীর পক্ষে সম্পাদিত নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল বাতিল করার জন্য কখনও কোনও আবেদন করেননি, যা অন্যথায় ১৯৫০ সালের আইনের অধীনে পরীক্ষা করার বিষয় ছিল না।

২৬. আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার বক্তব্য যে, সহকারী কালেক্টরের কাছ থেকে অনুমতি হিসাবে সমবর্তী অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ এবং বিনিময় দলিল বাতিল করা হয়েছে এবং ফলস্বরূপ তারা জমি পুনরুদ্ধার/দখলের অধিকারী। এলাকা ০.৩৪ দশমিক) যা মূলত নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল দ্বারা বিক্রি করা হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি থেকে প্রয়াত এন. ডি. চৌধুরী এই কারণে ভিত্তিহীন যে, এই দুটি পৃথক লেনদেন যেগুলি বিতর্কিত বিষয়টির ক্ষেত্রে হয়েছে। বর্তমান আবেদনকারীরা ১৯৭৩ সালের ২৪শে জানুয়ারি প্রয়াত এন. ডি. চৌধুরীর পক্ষে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে যে অধিকার ও সুদ হস্তান্তর করেছিলেন সে সম্পর্কে। চৌধুরী কখনই তদন্তের বিষয় ছিলেন না এবং ১৯৫০ সালের আইনের বিধানগুলির কোনও লঙ্ঘন/লঙ্ঘন বা অন্য কোনও আইন আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়নি।

২৭. একই সাথে, ১৯৫০ সালের আইনের ১৬১ ধারার অধীনে ২রা মার্চ, ১৯৭৪ তারিখের বিনিময় দলিল সম্পাদনের সময় যে বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে তা পালন না করার ক্ষেত্রে, পক্ষগুলিকে ১৯৫০ সালের আইনের ১৬৬ ধারার সাথে পঠিত ১৬৭ ধারার অধীনে প্রদত্ত বাতিল লেনদেনের

পরিণতি বহন করতে হবে, তবে এটি আপিলকারীদের তাদের অধিকার পুনরুদ্ধার এবং প্রয়াত এন.ডি. চৌধুরীর পক্ষে যথাযথ বিবেচনার পরে সম্পাদিত ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৩ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল বাতিল করার জন্য কোনও অগ্রাধিকার দেবে না।

২৮. আমাদের পর্যালোচনায়, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং এতে আমাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

২৯. ফলস্বরূপ, আপিলগুলি ব্যর্থ হয় এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়।

৩০. মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

দিব্যা পান্ডে আপিল খারিজ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar